বিভাগীয় অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সমবায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী বিগত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরো গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে এবং এর গুণগতমান উন্নয়নে এ বিভাগে উৎপাদনমুখী সমবায় গঠন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত তিন বছরে মোট ১০৪৫টি নতুন সমবায় গঠন এবং ৩৬৮৭৯টি সমবায়ের নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ ইউনিটের মাধ্যমে ১৪৩৭৫জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' এবং' ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার প্রকল্প'এর আওতায় সৃষ্ট আবর্তক তহবিল হতে ২৫০ উদ্যোক্তাকে ৩১.৭৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পে ২২৭৯জন সদস্যের মাঝে ২৬৫৭লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায়ের মাধ্যমে ১০১২৫জনের স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম এ বিভাগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ৬৭.২৬লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং৬৭.২৪টাকা আদায় করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী এর চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। এ বিভাগে নিবন্ধিত প্রাথমিক সমবায় ১২১৯২টি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ১৬৯টি। নানা শ্রেণি ও পেশার সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পরিদর্শন, নিরীক্ষাসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সমবায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান এ সময়ের অন্যতম দাবি। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। মাঠ পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পনা থাকায় সমবায়কে উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

কার্যকর সমবায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, অকার্যকর সমবায়ের নিবন্ধন বাতিল ও অবসায়নে ন্যস্ত সমবায়ের অবসায়ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি, সমবায়ের সকল তথ্যের ডেটাবেইজ প্রণয়ন ও ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা। আগামী ২০২৫সাল নাগাদ মোট সমবায়ের ন্যূনতম ১৫%উৎপাদনমুখী সমবায়ে রূপান্তর করার গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের নাগরিক সেবা সহজ করা এবং ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ ৪০০০জন সমবায়ীর স্ব-কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা। সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা। এছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সুবিধা বঞ্চিত মহিলা ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য নতুনপ্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করা হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৮৫টি মডেল সমবায় গঠন;
- ৪২০০ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কার্যকর সমবায়ের ১০০% বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন;
- নিরীক্ষা ফি ও সিডিএফ ১০০% আদায়।